১০৯

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 FEB 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

উপাচার্যের ঘোষণা

ঘন্টা বাজবে না ।। একদিন বাইরে থাকলে অনুমতি লাগবে না

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ গতকাল শনিবার ছাত্রীদের কয়েকটি দাবি মেনে নেবার ঘোষণা দিয়েছেন। বাকি দাবিগুলো পর্যালোচনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে মানার ঘোষণা দেবেন বলে উপাচার্য জানান। এদিকে পূর্বঘোষিত চার দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ছাত্রীরা আজ রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট

উপাচার্য : পৃঃ ১২ কঃ ৬

উপাচার্য ঃ ঘোষণা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডেকেছে। ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা–পা), ছাত্র ইউনিয়নসহ সকল ছাত্র সংগঠন এ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

গতকাল শনিবার প্রশাসনিক ভবনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উপাচার্য বলেন, প্রতিসন্ধ্যায় হলে ফেরার জন্য যে ঘন্টা বাজানো হয় তা যদি ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বকে খাটো করে তবে ঐ ঘন্টা আর বাজবে না। তিনি বলেন, এখন থেকে কেউ যদি একদিনের জন্য বাইরে যেতে চায় তবে তার অনুমতি লাগবে না এবং একাধিক দিনের জন্য যদি বাইরে যেতে চায় তবে হল প্রভোস্টের অনুমতি লাগবে।

তিনি বলেন, যে আইনগুলো পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে তা আমার একার ক্ষমতার বাইরে। আমাকে সহযোগিতা করার জন্যই পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রলীগের (শা–পা) সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, ছাত্রীরা যে দাবি উথাপন করেছে তা শুধু ছাত্রীদের নয় পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের দাবি।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, ছাত্রীদের দাবি–দাওয়া নিয়ে দেশের সর্বত্র ব্যাপক আলোচনা–সমালোচনা চলছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বাঘ ভাল্লুক থাকে না যে নিরাপত্তার জন্য মেয়েদের হলে ঢুকিয়ে রাখতে হবে।

ছাত্রলীগের (কা–চু) সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু বলেন, মেধা যাচাই–এর ক্ষেত্রে কোন ছাড় নেই, তাহলে অধিকার দেবার বেলায় বৈষম্য কেন?

ছাত্র ফেডারেশন নেতা আহাদ আহমেদ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসলাম উদ্দিন এবং ছাত্রঐক্য ফোরাম নেত্রী মোশারেফা মিশু ছাত্রীদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং অবিলম্বে দাবি মানার ঘোষণা দেবার জন্য উপাচার্যের প্রতি আহ্বান জানান।

বৈঠকে থেকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবারের একুশে ফেব্রুয়ারি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবেন বলে জানান।

ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল সমাবেশ

আজকের ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গতকাল শনিবার মিছিল ও অপরাজেয়বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করেছে।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন কুয়েত মৈত্রী হলের প্রতিনিধি উম্মে হাবিবা সুমি, রোকেয়া হলের প্রতিনিধি কোহিনূর আলম এবং শামসুন্নাহার হলের প্রতিনিধি শাহনাজ বেগম সুমি।

এছাড়াও বক্তৃতা করেন ছাত্রদল নেতা মুনির হোসেন, ছাত্রলীগ (শা–পা) নেতা বাহাদুর মোঃ ইফতেখার, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসলাম উদ্দিন, ছাত্রলীগ (বা–কা) নেতা আসমগীর, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট নেতা সাইফুর রহমান তপন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ নেতা জলি মং, ছাত্রমৈত্রী নেতা মনিরুল ইসলাম রিন্টু ও ছাত্র ফেডারেশন নেতা জোনায়েদ সাকী।

এদিকে বাংলাদেশ ল' স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক সেলিম মাহমুদ, যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ হাফিজুর রহমান এবং সদস্য সচিব প্রশান্ত বড়ুয়া এক বিবৃতিতে ছাত্রীদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।